দৈনিক ইত্তেফাক

MAR. 07 2002

চট্টগ্রাম ঃ গতকাল চট্টগ্রামস্থ ইউএসটিসি'র দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি প্রেসিডেন্ট চ্যান্সেলর একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী এক ছাত্রীকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করেন -ইত্তেফাক

কেউ কেউ ব্যবসার জন্য বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করছেন

----------প্রেসিডেন্ট

চট্টগ্রাম অফিস ॥ প্রেসিডেন্ট একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেছেন, দেশের মানুষের উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগাতে হলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যথোপযুক্ত উন্নয়ন ও ব্যবহার অপরিহার্য। আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ আছে। কৃষিখাত, পোশাক শিল্প, চর্ম শিল্প, সিরামিক, চা শিল্পে আমরা দেশে-বিদেশে সুনাম ও সুফল

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৩-এর কঃ দ্রঃ)

প্রেসিডেন্ট

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

অর্জন করলেও অন্যান্য শিল্পে আমাদের অগ্রগতি সুখকর নয়। এর কারণ খুঁজে সমস্যা সমাধানে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

গতকাল বুধবার সকালে বেসরকারী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইউএসটিসি) দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে চ্যান্সেলর হিসেবে বক্তব্য রাখেন। নগরীর ফয়স লেকস্থ ইউএসটিসি'র ক্যাম্পাস এলাকায় অনুষ্ঠিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট বলেন, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তারা কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক মন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। তাদের আয়-ব্যয় সম্পর্কিত স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। দেশে ছাত্র সংখ্যার তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা কম হওয়ায় '৯২ সালে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেয়া হয়। এ পর্যন্ত ২৭টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলেও তাদের ছাত্র সংখ্যা ১০ হাজার অতিক্রম করতে পারেনি। অথচ সরকার নিয়ন্ত্রিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ৭০ হাজার। অনেক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব কলহ-বিবাদের কথা শোনা যায়। যা স্বাস্থ্যকর পরিবেশের সহায়ক নয়। প্রেসিডেন্ট এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লাভ করিয়েদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, আপনাদের উপর অর্পিত হলো সেবার মহান ব্রত এবং সৎ উপার্জনের কঠিন দায়িত্ব।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ইউএসটিসি'র প্রতিষ্ঠাতা ভিসি জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নূরুল ইসলাম বলেন, অনেক বাধা অতিক্রম করে আমাদের সিন্ডিকেট সদস্য, কিছু চিন্তাশীল এবং হৃদয়বান দাতার সহায়তায় ইউএসটিসি এ পর্যায়ে পৌঁছেছে। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিকেল সায়েন্স, ফার্মেসী, ব্যবসা প্রশাসন, কম্পিউটার সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ রয়েছে।

গতকাল দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ১৫০ জনকে ডিগ্রী প্রদান করা হয়। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মেডিক্যাল সায়েন্স অনুষদের ডাঃ নিতা থাপাকে প্রেসিডেন্ট গোল্ড মেডেল প্রদান করা হয়। এছাড়া আরো ১২ জনকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে সমাবর্তন স্পীকার ছিলেন পাকিস্তানের অধ্যাপক এম এস ইলিয়াস ডানি।